অর্থাৎ এই বিশ্বের স্থিতি প্রভৃতির হেতু-স্বরূপ—এই রূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। সেই বিশ্ব-সৃষ্টাদিময় চরিত্র হইতে উৎকৃষ্টতমরূপে বিচার করিয়া বলিতেছেন—লীলাময় অবতারগণ-মধ্যে জগতে অত্যন্ত প্রীত্যাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ-রামাদি স্বরূপের জন্ম যাহাতে বর্ণিত হয় নাই, সেই নিস্ফলা বেদবানীও ধীমান্‌জন ধারণ করেন না। শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদও ১।৫।২২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বলিয়াছেন—ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা স্বিষ্টস্য সূক্তস্য বা বুদ্ধদত্তয়োঃ। অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো যদুত্তমশ্লোক গুণানু-বর্ণনম্। অর্থাৎ উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর গুণবর্ণনই মানবমাত্রের তপস্যার, অধ্যয়নের, যজ্ঞের, জ্ঞানসাধনের ও দানের নিত্যফলরূপে নিরূপণ করিয়াছেন। ইত্যাদি প্রমাণে শ্রীহরিগুণ-কীর্ত্তনের মুখ্য-কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব, কলিযুগপাবনাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও বলিয়াছেন—উপনিষদ্‌প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম শ্রুত হইলেও, হরিকথামৃত হইতে বহুদূরে অবস্থিত। যেহেতু অনবরত ব্রহ্মস্বরূপের কথা শ্রবণ করিলেও চিত্ত বিগলিত হয় না। যে কথা শ্রবণে হৃদয় বিগলিত হয় না, সে কথা শ্রবণ করিয়া জীবেব কি মঙ্গল ঘটিতে পারে ? তাহা হইলে এই প্রকারে ভক্তি অঙ্গ-অনুষ্ঠান দ্বারাই পঞ্চতত্ত্ব অনুভাবাত্মক্ জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১১।১১ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এইরূপ উপদেশ করিয়া যে জ্ঞানমার্গের উপ-দেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানমার্গের উপসংহার করিতেছেন। যথা—হে উদ্ধব ! এই প্রকার জিজ্ঞাসায় আত্মস্বরূপে স্থূলত্ব কৃশত্ব ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতি নানাত্ব ভ্রম ত্যাগ করিয়া লয়-বিক্ষেপ-শূন্য মন সর্ব্বগত আমাতে অর্পণ করতঃ শান্তিলাভ করিবে ॥ ৭০ ॥

জিজ্ঞাসয়া বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তপ্রকারক-বিচারেণ আত্মনি শুদ্ধজীবে নানাত্বং দেবত্বম নুষ্যত্বাদি-ভেদমপোহ্য এবং মল্লীলাদিশ্রবণেন মনো ময়ি ব্রহ্মাকারে সর্ব্বগে অর্প্য ধারয়িত্বা উপারমেত। তদেবং জ্ঞানমিশ্রাং ভক্তি-মুপদিশ্য তদনাদরেণ অনুসঙ্গসিদ্ধজ্ঞানগুণাং শুদ্ধামেব ভক্তিমুপদিশতি চতুর্ভিঃ—যদ্যনীশো ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলম্। ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর ॥ ৭১ ॥

শ্লোকে উক্ত জিজ্ঞাসা পদে "বদ্ধোমুক্তঃ" ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ব্ববর্ণিত-প্রকারে বিচার করতঃ শুদ্ধ জীবাত্মাতে দেবত্ব মনুষ্যত্ব প্রভৃতি ভেদজ্ঞানশূন্য হইয়া এই প্রকারে আমার লীলাটি শ্রবণ দ্বারা সর্ব্বগত ব্রহ্মস্বরূপ-আমাতে মন ধারণ করিয়া সাধন-অনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হইবে। তাহা হইলে এই প্রকারে জ্ঞানমিশ্রাভক্তি উপদেশ করিয়া সেই জ্ঞানের অনাদর করতঃ যে